একুশের গান ও তার পটভূমি

মনজিলুর রহমান

আব্দুল গাফ্ফার চৌধূরী

আব্দুল লতিফ

শহীদ আলতাফ মাহমুদ

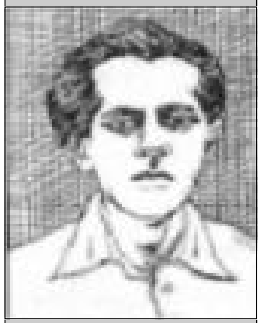

শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি !!

হৃদয়স্পর্শী মরমী এ সঙ্গীতটি অন্তরের অন্তস্থল আঁকড়ে রয়েছে । বাংলা আমার মায়ের ভাষা ,আমার হৃদয়ের ভাষা । পৃথিবীর প্রত্যেকটা জাতির একটা নিজস্ব ভাষা , সংস্কৃতি রয়েছে আর তা তারা পেয়ে আসছে তাদের পূর্বপুরুষ থেকে । এখানে প্রশ্ন আসতে পারে ভাষা কি ? ভাষা হলো মনের ভাব প্রকাশ করার একটি সংকেত । পশু পাখির তাদের মনের ভাব প্রকাশে সংকেত প্রয়োগ করে তাদেরও একটি ভাষা আছে । ইংরেজরা তাদের মনের ভাব যে সংকেতে প্রকাশ করে তার নাম ইংরেজী । আরবদের ভাষা আরবি , হিস্পানিকদের হিস্পানিক আর আমরা বাঙালী আমাদের ভাষা বাংলা । আমার জানামতে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যে তারা নিজেদের ভাষা প্রতিষ্ঠিত করতে নিজেদের ভাষার অধিকারে যুদ্ধ করতে হয়েছে , রক্ত দিয়েছে । আমরা দিয়েছে , আমাদের মাতৃভাষার অধিকারে রক্ত দিয়েছি রাজপথে ঝরে গিয়েছে শত তাজা প্রাণ ।

আফ্রিকায় বহু দেশ আছে যাদের নিজস্ব বর্ণমালা নেই। সেই সব দেশ ছিল ফ্রান্স অথবা ইংল্যান্ডের কলোনী । তাদের ভাষা সংস্কৃতিকে এই ফ্রান্স ইংল্যান্ড কব্জা করে রেখেছে তাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি বিকাশ করতে দেয় নি । সেখানকার লোকজন এখনও তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে কিন্তু যখন লিখে তা লিখতে হয় ইংরেজী অথবা ফরাসী ভাষায় । যার জন্য সে দেশে আজ অনেক ভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে । আমাদের বাংলা ভাষারও এমন একটা পদ্ধতি চালু হয়েছে , বাংলীশ । যার অর্থ বাংলা শব্দটাকে ইংরেজীতে প্রকাশ করা যেমন , আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি এর বাংলীশ " amar sonar bangla ami tomay bhalobasi " । তৎকালীন পাক-প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খানও চেয়েছিলেন বাংলা ও উর্দু ভাষাকে মিশায়ে রোমান হরফে একটা জগাখিচুড়ি ভাষা তৈরী করতে । তার সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি । ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গঠনের পর পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরাই পাকিস্তান সরকারে প্রাধান্য পায় । পাকিস্তান সরকার ঠিক করে উর্দু ভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা করা হবে , যদিও পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ভাষার প্রচলন ছিলো খুবই কম । পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মানুষ সেই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তকে মোটেই মেনে নিতে রাজী হয়নি ।পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার সম মর্যাদার দাবীতে শুরু হয় আন্দোলন।১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা দেন উদুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা । এই ঘোষণার ফলে আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে । পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে মিটিং- মিছিল ইত্যাদি বে-আইনি ঘোষণা করে ।

যাই হোক যা বলছিলাম , ১৯৫২ সাল । এ গানের রচয়িতা ভাষা সৈনিক আব্দুল গাফ্ফার চৌধূরী তখন রক্ত টগবগে তরুন যুবক । বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন। লেখক তখন ঢাকা কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র । বাংলাকে জাতীয় ভাষার দাবীতে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী ৪ ও ১২ তারিখে একটি ধর্মঘট হয় । সেদিনের ধর্মঘট সফল না হওয়ায় আবারও ধর্মঘট আহবান করে ২১ ফেব্রুয়ারি।

সেদিন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের আমতলায় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ একটি সভা ডাকে সভায় নেতৃত্ব দেন বগুড়ার গাজীউল হক, পাবনার আব্দুল মতিন, টাঙ্গাইলের শামসুল হক এবং ঢাকা কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ গানের রচয়িতা জনাব গাফ্ফার চৌধূরী । ঐ একই দিনে জগন্নাথ হল মিলায়তনে প্রাদেশিক আইন পরিষদেরও এক টি সভা হচ্ছিল । ২০ ফেব্রুয়ারী দেশে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় । ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নেয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের । এ উপলক্ষ্যে কিছু রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রদের একটি বিশাল মিছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাওয়ার শ্লোগান দিতে দিতে জগন্নাথ হলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে যেখানে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সভা চলছিল । ছাত্রদের ইচ্ছা ছিল সেখানে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের কাছে একটি স্মারকলিপি দিবে । মিছিলটি মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত পৌছে গেলে সেখানে ছাত্রদের উপর নির্বিঘ্নে গুলি ছোড়ে । এ সময়ে তারা প্রাণভয়ে দ্বিগ বিদ্বিগ ছুটতে থাকে গুলিতে ৪ /৫ জন ছাত্র শহীদ হন । পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে জনাব গাফ্ফার চৌধূরী বন্ধুবর রফিকুল ইসলাম ও শফিক রেহমান(বর্তমান যায়যায়দিন সম্পাদক) এই তিন জনে শহীদদের ছবি তুলতে যান । মেডিকেল কলেজের বারন্দায় তারা রক্তাক্ত এক ছাত্রকে দেখতে পান। যার পরনে সাদা শার্ট, সাদা প্যান্ট পায়ে জুতাও ছিল । গুলিতে তার মাথার খুলি উড়ে গেছে । শত শত মানুষের ভীড় জমেছে লাশের কাছে । লাশটি ছিল শহীদ রফিক উদ্দিন আহমদের । আব্দুস সালাম , বরকত, সফিউল , জব্বারসহ শহীদ হন আরো অনেকে । রফিকের লাশটি দেখেই লেখকের মনে আবেগের সৃষ্টি হয় ‘‘আমার ভাইয়েরর রক্তে রাঙান একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কী ভুলিতে পারি ।’’ আবেগ সৃষ্টি হয় একটি কবিতা লেখার , গান লেখার জন্য নয় । কবিতাটিই পরবর্তীতে স্থান করে নেয় একটি হৃদয়স্পর্শী অমর সঙ্গীতে ।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বরের দিকে শীতকালের এক সন্ধ্যায় গেন্ডারিয়ার ধূপখোলা মাঠে যুবলীগের এক অনুষ্ঠানে একটা লিফলেট আকারে প্রায় গোপনীয় ভাবে এ কবিতা বা গানটি প্রথম মুদ্রিত আকারে বিতরণ করা হয় ।

১৯৫৩ সালে গানটি প্রথম পরিবেশিত হয় গুলিস্তানের ব্রিটেনিয়া সিনেমা হলে ঢাকা কলেজের নবনির্বাচিত ছাত্র

সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে । গানটি পরিবেশন করেন শিল্পী আব্দুল লতিফ সুরটিও করেন তিনি স্বয়ং । ভাষা আন্দোলনের উপর তিনি নিজেও একটি গান রচনা করে সুর দেন ' ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়, ওরা কথায় কথায় শিকল পড়ায় আমার পায় । ' এ গানটিও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে ।এ ছাড়া আরো অনেকে ভাষা আন্দোলনের উপর বিশেষ বিশেষ গান রচনা করেছিলেন।

অভিষেক অনুষ্ঠানে একুশের এ গানটি পরিবেশিত হলে পরদিন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক্সট্রা অডিনারী গেজেটে গানটি নিষিদ্ধ করে দেয় । শুধু তাই নয় ঢাকা কলেজের নব নির্বাচিত সকল ছাত্র প্রতিনিধিসহ এ গানের রচিয়তা আব্দুল গাফ্ফার চৌধূরীকেও বহিস্কার করে ।হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন যুক্তফ্রন্টের নেতা।এরকিছু দিনপর পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আসেন । ছাত্র নেতৃবৃন্দের বহিস্কা র আদেশ তুলে নেওয়ার জন্য তাকে একটি স্টেটমেন্ট ইস্যু করতে বলা হলো । রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে তিনি তা করতে রাজী হলেন না । ছাত্রনেতৃবৃন্দ তখন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরণাপন্ন হয় । মাওলানা ভাসানীর পরামর্শে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ধরলেন। পরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বিবৃতি দিতে রাজী হলেন। একমাস তেইশ দিন পর বহিস্কারাদেশটি প্রতাহার করে নেওয়া হয় ।

১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি বা একুশে ফেব্রুয়ারীর সময় পুস্তক ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সুলতান ও হাসান হাফিজুর রহমান আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কবিতা ' কুমড়ো ফুলে ফুলে , আলাউদ্দিন আল আজাদের ' স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ' মূর্তজা বশীরের ' উডকাট লিনোকাট ' এবং আব্দুল গাফ্ফার চৌধূরীর ' আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি ও বিভিন্ন স্কেচ নিয়ে একুশের একটি সংকলন বের করলেন । এ সংকলনটিও বাজেয়াপ্ত করা হয় ।শুধু বাজেয়াপ্ত নয় , যাদের লেখা এই সংকলনে বের হয়েছিল তাদের কারো কারো নাম কালো তালিকাভূক্ত করা হয় ।চাকুরী - বাকুরী বা অননান্য কোন সুযোগ সুবিধা যেন না পায় । তাদের সে তালিকা সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়া দেওয়া হয়েছিল ।

১৯৫৬ সালের কথা বরিশালের ছেলে প্রখ্যাত সুরকার ও শিল্পী আলতাফ মাহমুদ থাকতেন তখন করাচীতে । করাচী থেকে ঢাকায় আসেন , এসময়ে একুশে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরির গান হিসেবে গাজী উল হকের ' লাল ঢাকা রাজপথ, ভুলব না ভুলব না ' গানটির পরিবর্তে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর ' আজকে স্মরিও তারে , ভাষা বাঁচাবার তরে প্রাণ দিল যারা ' গানটি গাওয়া হয় । গানটি ছিল শান্ত ও কোমল সুরের । আব্দুল গাফ্ফার চৌধূরী রচিত ও আব্দুল লতিফ সুরারোপিত '' আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি '' এ গানটিও ছিল কোমল এবং একক কন্ঠে গাওয়ার উপযোগী । প্রত্যেকটা গানই তিনি শুনেছে , প্রভাত ফেরিতে সমবেত কন্ঠে গাওয়ার জন্য এ গানগুলো তার কাছে জোরালো মনে হলো না । তিনি একটি জোরালো গান খুঁজলেন ।সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো আব্দুল গাফ্ফার চৌধূরী রচিত ও আব্দুল লতিফ সুরারোপিত ' আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ' এ গান টিতে তিনি নতুন করে সুর দিবেন। আব্দুল লতিফের দেওয়া সুরটিও ছিল চমৎকার কিন্তু; তা ছিল একক কন্ঠে গাওয়ার উপযোগী ।

আলতাফ মাহমুদ নতুন করে সুরারোপ করলে গানটি ভিষনভাবে জনপ্রিয়তা পায় । ১৯৬৯ সালে চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান ' জীবন থেকে নেয়া ' চলচ্চিত্রে গানটি ব্যবহার করলে তা আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । এ ভাবেই একটি কবিতা একটি গণসঙ্গীতের শীর্ষে পৌঁছে । গানটির গুণী শিল্পী আলতাফ মাহমুদকে ১৯৭১ সালের ৩১ আগষ্ট পাক হানাদার বাহিনী তার বাস ভবন থেকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ।

বি বি সি বাংলা বিভাগ ২০০৬ সালে শ্রোতাদের সরাসরি নির্বাচনে বিশটি শ্রেষ্ঠ বাংলা গানের একটা তালিকা নির্বাচন করে । আমার সোনার বাংলা , আমি তোমায় ভালবাসি গানটি প্রথম এবং ' আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ' গানটি স্থান পেয়েছে তৃতীয়ে । মজার কথা হলো বিশটি বাংলা গানের মাত্র ৫টি ভারতীয় এবং বাকী ১৫টি গানই হলো বাংলাদেশী ।

একুশের এ গান বা কবিতাটি ৩০ লাইনের এক বিরাট কবিতা । তার প্রথম ছয়টি লাইন শুধু গান হিসেবে গাওয়া হয় । সূধী পাঠকবৃন্দের সৌজন্যে মুল কবিতাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ;

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আব্দুল গাফ্ফার চৌধূরী

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু - গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ।।

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপক বসুন্ধরা ,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি ?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ।।

সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে,
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা । অলকনন্ধা, যেনো ,
এমন সময় ঝড় এলো এক , ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো ।।

সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা ,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রুখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে ।
ওরা এ দেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন , বস্ত্র , শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ।।

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালাবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ।।

\
আটলান্টা, জর্জিয়া
০২/১০/২০০৮
লেখকের ই-মেইল : rupshaenterprise@gmail.com

তথ্য সূত্র : নেপথ্য কাহিনী : আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি -আব্দুল গাফ্ফার চৌধূরী , বি বি সি বাংলা বিভাগ ও অন্যান্য ।